ভারতের নাট্য ঐতিহ্যে পুরুলিয়ার ছো

মহঃ খুর্শিদ আলম

পুরুলিয়ার গ্রাম্যজীবন আবহমান কাল থেকেই সহজ-সরল-সুন্দর-সাবলীল-কৃত্রিমতাশূন্য-কষ্টসহিষ্ণু প্রবহমান জীবনধারা। আর এই প্রবহমান লোকজীবনের স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পবোধের এক ধারা হল 'ছো'। ভারতের নাট্য ঐতিহ্যগুলির মধ্যে অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তের জেলা পুরুলিয়া। অতীতের মানভূমের খন্ডিতাংশ বর্তমান পুরুলিয়া। ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর বিহার তথা ভারতবর্ষের মানচিত্র থেকে মানভূমের অস্তিত্বের বিলুপ্তির সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে পুরুলিয়া জেলার আত্মপ্রকাশ ঘটে। আর এই জেলার গ্রামজীবনের সন্ধ্যাটুকু ছো-মাদলে-ধামসা-ঢোলে 'গিজ্‌জা-জাজগিজা-গ্রিন...' আকাশ বাতাস মুখরিত করে। গ্রামীণ সমাজের লোকবিশ্বাস বংশপরম্পরা লোকায়ত শিল্পধারা নৃত্য, গান, বাজনা, সুর, তাল লয় সহ পালাধর্মী (কাহিনি) রূপ নিয়ে প্রকাশিত নাট্যরূপ হল ছো।

নাটকে থাকে একটি কাহিনি, আর, সেই কাহিনি গতিপ্রাপ্ত হয় নানান চরিত্রের নাটকীয় ঘটনা সংঘাতের মধ্য দিয়ে। 'ছো' এর মধ্যে কাহিনি ও নানান চরিত্রের দ্বন্দ্ব সংঘাত বিদ্যমান। কেননা ছো মূলত পালাধর্মী ঘটনা বিন্যাস। বিশেষ করে পৌরাণিক কাহিনিধর্মী পালা, যেমন - গণেশবন্দনা, মহিষাসুর বধ, সম্বরাসুর বধ, অভিমন্যু বধ, কিরাত - অর্জুন পালা ইত্যাদি। এছাড়া ঐতিহাসিক পালা সিধু-কানু, বীরষামুন্ডা, নীলবিদ্রোহ। সামাজিক ও সমসাময়িক পালা পনপ্রথা, লাদেন, কার্গিল ইত্যাদি। পালাগুলিতে নাটকীয় দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে অশুভ শক্তির পরাজয় ও শুভ শক্তির প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে। জেলার গ্রাম্যজীবনের প্রবহমান চিরায়ত ধারণা, বিশ্বাস, ভাবনার সুন্দরতম বহিঃপ্রকাশের শিল্পরূপ হল 'ছো'। যা এই জেলার এক ঐতিহ্যশালী লোকনাটক (Folk Drama)।

নাট্যতত্ত্বের বিচারে নটকের উপাদানগুলি (কাহিনি, চরিত্র, সংলাপ, ভাবনা, দৃশ্য, গান) নাট্য দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে আবর্তিত বা প্রকাশিত হয়। নাট্য দ্বন্দ্ব তথা উৎকণ্ঠার পারদ এক চূড়ান্ত পর্যায় (Climax) পর্যন্ত পৌঁছে তারপর নিরসন ঘটে। পুরুলিয়ার ছো-নৃত্যে নাট্য উপাদানের সবকটি বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট বিদ্যমান। বাংলা ভাষায় মৈমনসিং গীতিকা, গাজির পালা, গম্ভীরা, বোলান, আলকাপ, মনসাপালা ইত্যাদি লোকনাট্যের সাথে সমউচ্চতার আসন অলংকৃত করার দাবীদার পুরুলিয়ার ছো। বরং বীররসাত্মক নৃত্য - নাট্যে সমস্ত লোকনাট্যের অগ্রণী তা বিদগ্ধজনও স্বীকার করবেন। এছাড়া অভিনয় শিল্পে অন্য সকল লোকনাট্যের চাইতে অধিক কষ্টকর এবং পরিশ্রমলব্ধ। স্বভাবতই এই লোকনাট্য সহজ অনুকরণযোগ্য নয়। নয়তো ভুবনায়নের যুগে ছো শিল্পও নগর সভ্যতার মানুষজনদের ভীড়ে হারিয়ে যেত। কঠিনতর মুখোশ নৃত্য-নাট্য হওয়ার কারণে এখানে এ শিল্পের বিকাশে বর্ণময় কষ্ট সুন্দরতা - কেবলমাত্র মুন্ডা, ভূমিজ, কুড়মি, আনসারী নামক পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমায়িত। এই লোকনাট্যের ধকল নেওয়ার ক্ষমতা সব শ্রেণির মানুষের মধ্যে সম্ভব কিনা-প্রশ্নচিহ্নের দাবী করে। স্বাভাবিক কারণেই এই কঠিনতম মুখোশ নৃত্য-নাট্যটি বিশ্বের বাজারে বিস্ময়ের দাবী রেখেছে। তাইতো প্রতিবছরই জেলার একাধিক ছো দল বিদেশ ঘুরে আসে।

লোকসংস্কৃতিবিদ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় সর্বপ্রথম ১৯৭২ খ্রিঃ চড়িদার (বাঘমুন্ডি-পুরুলিয়া) ছো শিল্পী গম্ভীর সিং মুড়ার ছো দলকে আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসবে ইউরোপের প্যারী নগরীতে নিয়ে যান। তখনই বিশ্বের জনমনে বিপুল সমাদৃত হয় ছো। আজও এই লোকনৃত্য তথা লোকনাট্যটি ভুবন বিদিত। মূক-মুখোশ অভিনয়ে ছো এক ঐতিহ্যশালী লোকনাটক। ভারতের নাট্য ঐতিহ্যগুলির মধ্যে অন্যতম। লোকায়ত জনজীবনের স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পধারার বহিঃপ্রকাশ ছো, এই ছো শিল্পগণ তাদের অঙ্গসঞ্চালনের (Body Language) মধ্য দিয়ে দর্শককে চরিত্রের ভাব-ভাবনা, রাগ-অনুরাগ, বিরহ-হাসি-আনন্দ-অশ্রু সব বুঝিয়ে দেয়। তাছাড়া বাজনাদার দলের সাথে একজন ঝুমুর শিল্পী থাকেন যিনি মাঝে মাঝেই চরিত্রের সংলাপ, হাসি-কান্না ছাড়াও পশুপাখির কণ্ঠস্বর মাইক্রোফোনের মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতার মর্মে পৌঁছে দেন। চরিত্র সমূহের দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে কাহিনী এগিয়ে গিয়ে শুভ সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করে। দর্শক একটা প্রেমিস (Premise) বা নৈতিকতার জ্ঞানলাভ করে সমৃদ্ধ হয়।

প্রসঙ্গোক্রমে বলা ভালো, ছৌ শব্দটি বহুল প্রচলিত লেখ্য শব্দ। আর এ বিষয়ে গবেষক মহলে নানান চাপান - উতোরও আছে। কিন্তু এখানে আমরা ছৌ (ছউ) শব্দটি ব্যবহার না করে জেলায় আপামর মানুষগণ যে শব্দটি ব্যবহার করেন তাই প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ 'ছো' শব্দটি ব্যবহার করেছি। গাঁ-গঞ্জ, ট্যাঁড়-টিকড়ের মানুষজন বলেন-চ রে ছো (ছ) দেখতে যাবি নাই। কিমা ছাগুলা দেখ 'ছ' নাচছে কেমন। তাই এখানে ছো (ছ) শব্দটিই ব্যবহৃত।

ছো নৃত্যাভিনয় হয় মাটি মঞ্চে। কিছুদিন পূর্বেও এ অনুষ্ঠান একমাত্র রাত্রেই হতো। বর্তমানে দিনেও অভিনীত হয় এবং সারা বছরই অভিনীত হয়। মাটিমঞ্চ ২০ X ২০ ফুট আয়তনে হয়। প্রবেশপথ আরও প্রায় ১৫ ফুট লম্বা এবং ৫ ফুট মতো চওড়া থাকে। মাটিমঞ্চের অভিনীত জায়গার চারপাশের ভূমিতে দর্শক বসেন। অর্থাৎ ভূমিমঞ্চে (একই সমতলে) দর্শক -অভিনেতা উভয়েই থাকেন যা পথনাটকের চরিত্র। এই সব লোকনাট্য থেকেই আধুনিক পথনাটকের সৃষ্টি। ছো অভিনেতাদের প্রবেশ পথের ঠিক উল্টো দিকে বাজনাদারগণ এবং ভাষ্যকার তথা ঝুমুর শিল্পী বসেন। এই ঝুমুর শিল্পীই সূত্রধরের কাজ করেন এবং মূক-মুখোশ অভিনেতাদের বক্তব্যকে সংলাপাকারে ব্যক্ত করে কাহিনীকে দ্বন্দ্ব সংঘাতময় করে দর্শক চিত্তে উৎকণ্ঠা (Suspense) জাগায়। এছাড়া পশুপাখির কণ্ঠস্বর, বিভিন্ন চরিত্রের রাগ-অনুরাগ, হাসি-আনন্দ-বেদনা সবই ভাষ্যকার মাইক্রোফোনের মাধ্যমে দর্শক শ্রোতার মর্মে পৌঁছে দেন।

বর্তমানে কিছু ছো শিল্পী মুখে কথাও বলেন, বিড়িতে টানও দেন। কঠিন মুখোশের (Musk) মুখ অংশ থেকে নিম্নাংশ কাটা থাকে। ফলত সরাসরি তারা নিজেদের চরিত্র - বক্তব্য নিজেরাই প্রকাশ করে। তবে সাধারণত এই সব চরিত্র মূল কাহিনীর গৌন চরিত্রের ভূমিকা পালন করে বা কাহিনী গ্রন্থনের সূচনারূপ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় 'শ্রীকৃষ্ণের কালিয় দমন' পালাতে কালিদহের জলে মাছ ধরতে আসা দুজন জেলের কথোপকথন থেকে কাহিনির অগ্রগতি। এই জেলেদের কঠিন মুখোশের মুখাংশটুকু ফাঁকা, তারা বিড়ি খেতে খেতে কথা বলতে বলতে গান ধরে কালিদহে জাল ফেলে কাহিনী গ্রন্থনে সাহায্য করে। স্বভাবতই এখানে আমরা কাহিনির সাথে সাথে চরিত্র, চরিত্রের রাগ-অনুরাগের

সংলাপ, ভাবনা, নাটকীয় দৃশ্য, গান, নাট্যদ্বন্দ্ব সবই পাই। ভরতের নাট্যশাস্ত্র কিম্বা এ্যারিস্টটলের নাট্যতত্বের বিধি সম্মত সবই। নাটক মাত্রেই যৌথ শিল্প এবং দর্শক সম্মুখে অভিনীত হয়। আর অভিনয় বলতে কথা ও ভাবের বহিঃপ্রকাশ। ছো-এর মুখোশ (Musk) কঠিন এবং স্থির কিন্তু মুখোশ পরিহিত চরিত্রের অভিনেতা তার অঙ্গ সঞ্চালনের (Body language) মাধ্যমে চরিত্রকে জীবন্ত করে।

কিরাত - অর্জুন পালাতে অর্জুনের বীরত্বের মুখোশের যে রূপ প্রকাশিত, শিবের ছদ্মবেশি কিরাতের বীরত্বে পরাজিত অর্জুনের Body language এর পরিভাষা যা হয় তাতে কঠিন মুখোশের বক্তব্য যায় পাল্টে। পরাজিত সৈনিকের বিধ্বস্ত দেহ নিয়ে অর্জুন বসে পড়ে মাটিতে তা মুখোশেও প্রকাশিত হয়। কিরাত-কিরাতিনি (ছদ্মবেশি শিব-দূর্গা) পরাজিত অর্জুনের চারপাশে আনন্দে নৃত্য করে। এই তিন চরিত্রের Body language এর পরিভাষা প্রকাশিত হয় মুখোশ (Musk)। অর্থাৎ মুখোশে চরিত্রের (অভিনেতার) হাসি, আনন্দ, দুঃখ, জয়-পরাজয় সবই প্রকাশিত হয় ছো শিল্পীর অভিনয় গুনে। বাঘের মুখোশ পরে শিশুর কাছে দাঁড়ালেও শিশু ভয় পায় না যদি না বাঘের অভিনয়টুকু জীবন্ত হয় বরং উল্টো হয়, শিশুও হেসে উঠে। এার ছো-এর আসরে বাঘ, হনুমান, ময়ূর, মহিষ, ষাঁড়, কুমীর, শূকর এতটাই জীবন্ত হয় যে কোন নাট্যমঞ্চের পশু - পাখির চাইতেও প্রাণবন্ত। কেবলমাত্র মুখে মুখোশ পরে অভিনয় করে না, চারপায়ে হেঁটে বাঘ, মহিষ, ষাঁড় আসর মাত করে। লোকধর্মী ঐতিহ্য মেনেই মুখোশ এবং গাত্রচর্মের সাহায্যে পশু-পাখি সেজে ওঠে এবং নিপুন অভিনয় পালাকে সার্থক করে তোলে। এমনও কিছু কিছু ছো-দল আছে যে দলের নাম বাঘ নাচ (অভিনয়), হনুমান নাচে বিখ্যাত। যেমন-

''ফচ্চ ফুটাঞ দিল আসরটা
নেপাল মাহাত'র বাঘ দুটা''

এক সময় দর্শকের মুখে মুখে একথা ঘুরত। অর্থাৎ অভিনয় গুণে দর্শক মুগ্ধ হতো। তবু এখনও আমরা ছো-কে নাচ বলেই সীমায়িত করে রেখেছি। অথচ ছো বিদগ্ধজনদের ব্যাকরণগত বিশ্লেষণেই পুরোপুরি নাটক। যা নৃত্য আঙ্গিকে প্রকাশিত। ছো শুধু একটি নাচ—ছো পূর্ণাঙ্গ লোকনাট্য। যা ভারতের নাট্য ঐতিহ্যগুলির মধ্যে অন্যতম।